করেন 'রামচরিত মানস'। জাহাঙ্গীরের আমলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ছিলেন জাহাঙ্গীর নিজে। তিনি যে আত্মজীবনী রচনা করেন তাহলো ফারসি ভাষায় রচিত 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' এছাড়া 'ইকবাল নামা' গ্রন্থ মুতাবিদ খা ফারসি ভাষায় রচনা করেন। এখান থেকে জাহাঙ্গীর এর বিবরণ জানা যায়। মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে আব্দুল হামিদ লাহোরী ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনি ফারসি ভাষায় পদসহনামা রচনা করেন এখান থেকে মুঘল ইতিহাসের প্রাথমিক পর্ব থেকে শাহজাহানের রাজত্বকাল প্রথম কুড়ি বছর পর্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া এনায়েত খাঁ ফারসি ভাষায় শাহজাহান নামা রচনা করেন। শাহজাহান পুত্র দারাশিকো ফারসি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন যেখান থেকে সুফিবাদ ও হিন্দু ধর্ম দর্শন তত্ত্ব ও রীতিনীতি বিষয়ক আলোচনা হয়েছে এছাড়া তিনি অথর্ববেদ উপনিষদ ও গীতার অনুবাদ ফারসি ভাষায় রচনা করেন। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তিনি নিজে ফারসি ভাষায় রচনা করেন আলমগীরী। এছাড়া কাফি খাঁ মুন্তাখাব উল্লু বাব ফারসি ভাষায় রচনা করেন থেকে ওরঙ্গজেব এর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।এছাড়া ভীম সেন রচিত নকশা দিলখুশা এবং ঈশ্বর দাস নাগর রচিত ফুতুহা ই আলমগীরী রচনা থেকে ওরঙ্গজেব এর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।

Scanned with CamScanner

মোঘল যুগের সাহিত্য এবং সংগীত::
মোগল শাসন কালে সঙ্গীত এবং সাহিত্যের বিশেষ প্রসার লক্ষ্য করা গেছে। মুঘল যুগের সংস্কৃতির একটি ধারা যেখানে হিন্দু ও মুসলিম রীতি সমন্বয় ঘটেছিল তা ছিল সংগীত।সম্রাট আকবর জাহাঙ্গীরও শাহজাহানের অবদান মুঘল যুগে সংগীতচর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবুল ফজলের মতে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ মিয়া তানসেন এর মত প্রতিভার অধিকারী তৎকালীন সময়ে থেকে 1000 বছরের মধ্যে কেউ ছিলেন না। সংগীতের পাশাপাশি মুঘল যুগের সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে সরকারি ভাষা ফার্সি হলেও হিন্দি সংস্কৃত এবং অন্যান্য দেশী দেশী ও সাহিত্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জাহাঙ্গীরের সময়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন মহম্মদ সালি।শাহজাহানের আমলে জগন্নাথ, জনার্দন ভাট, রাম দাস, মহাপাত্র প্রমুখ সংগীত শিল্পী শাহজাহান এর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। ওরঙ্গজেব নিজে বিনা বাজাতেন । রাজত্বের প্রথম 10 বছর তিনি সঙ্গীত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও পরবর্তী কালে বন্ধ হয়।
সাহিত্যের ক্ষেত্রে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তার গ্রন্থ তুজুক ই বাবরি তুর্কি ভাষায় রচনা করেন। হুমায়ুনের রাজত্বকালে হুমায়ুননামা ফারসি ভাষায় রচনা করেন বাবর কন্যা গুলবদন বেগম। আকবর ই মোঘল শাসক যিনি হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই যুগ কে হিন্দি কবিতা স্বর্ণযুগ বলা হয়।আকবরের সময়ে শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন আবুল ফজল। আইন ই আকবরী এবং আকবরনামা দুটি ছিল ফার্সি ভাষায় রচিত। এছাড়া বদায়নের 'মুন্তাখাব উল্ তুওয়ারিখ'। তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় রচনা

Scanned with CamScanner